চাকরি নয়, স্কিল ডেভেলপমেন্ট ও স্ব-উদ্যোগ স্থাপনই হতে পারে এ রাজ্যে কর্ম সংস্থানের বিকল্প দিশা

-জয়ন্ত দেবনাথ

সবকা সাথ , সবকা বিকাশ-নীতি রুপায়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিই নয়া সরকারের টপ প্রায়োরিটি হওয়া উচিৎ। আর এক্ষেত্রে সরকারী চাকুরী নয়, ব্যাপক হারে স্কিল ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং নিয়ে স্ব-উদ্যোগে কিছু করাই হতে পারে রাজ্যের সাত লক্ষ্যাধিক বেকারদের কর্মসংস্থানের একমাএ বিকল্প দিশা । উদ্দমী দুনিয়ার নয়া পরিভাষায় -কাজ চাওয়া নয় ,অন্যকে কাজ দিতে উদ্যোগ নিক আমাদের নয়া প্রজন্ম।

বাম শাসনে লাগামহীন ভাবে এরাজ্যের বেকার সমস্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। গত ২৫ বছর ধরে এর সমাধানে বাম সরকার নিদারুন ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। এবার ভোটের ফলাফলেও তার প্রমান মিলেছে। বাম নেতাদেরও অনেকেই মানেন যে এবার ভোটে তাদের হারের সবচেয়ে বড় তিনটি কারনের একটি ছিল বেকার সমস্যা সমাধানে ব্যর্থতা। পক্ষান্তরে, বিজেপি-আইপিএফটি জোট ক্ষমতায় আসার পেছনেও ছিল জাতি-উপজাতি বেকার ভোটারদের একটি সিংহভাগের ব্যাপক সমর্থন। বিজেপি-র তরফে বেকারদের উদ্দ্যেশ্যে প্রদত্ত নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিগুলি দারুনভাবে কাজে এসেছে। বিজেপি আই পি এফটি-র নয়া জোট সরকার এক্ষনে এই সমস্যা সমাধানে আন্তরিক ও বাস্তবভিত্তিক কি কি উদ্যোগ গ্রহন করবে, কিভাবে করবেন তা এখনো স্পষ্ট নয়। কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে একথা নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে বেকার ও কর্মসংস্থানের সমস্যার সমাধানে যদি পূর্বতন বাম সরকারের মতো এই সরকারও ব্যর্থ হয় তাহলে রাজ্যে তাদের টিকে থাকার জন্য কঠিন পরিস্থিতির মুখে পড়তে হবে। আর এক্ষেত্রে বিজেপি-আইপিএফটি জোট-এর তরফে নির্বাচনের আগে যেসব প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়েছে- রাজ্যের সাত লক্ষাধিক বেকার কর্মহীনদের মধ্যে ইতিমধ্যেই এনিয়ে অসম্ভব রকম একটা আশা আকাঙ্ক্ষার জন্ম নিয়েছে। আগামী এক বছরের মধ্যে রাজ্য সরকারের পঞ্চাশ হাজার শূন্যপদে লোক নিয়োগ ও ঘরে ঘরে কর্ম সংস্থানের প্রতিশ্রুতি ছিল বিজেপি-র তরফে । বিজেপি-আইপিএফটি-র নির্বাচনী ভিসন ডকুমেন্টেও এমর্মে স্পষ্ট উল্লেখ ছিল। তাই শীঘ্রই যদি এই প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়নে নয়া সরকার আশু কোন উদ্যোগ গ্রহন না করে তাহলে সেই দিন আর খুব

বেশী দূরে নেই, রাজ্যের গ্রাম শহর নগর সর্বত্রই একটা অস্থির পরিবেশ ও পরিস্থিতির জন্ম দেবে। তবে এটাও ঠিক সবাইকে সরকারী চাকুরী দেওয়া যাবেনা।

তাই সরকারী দপ্তরে শূন্যপদ পুরনের দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহনের পাশাপাশি বেসরকারী স্তরে ও স্ব-উদ্যোগীদের সহায়তায় বিজেপি-আইপিএফটি সরকারকে সদর্থক ভুমিকা গ্রহন করতে হবে। এ রাজ্যে শিল্প নাই। তাই সাত লক্ষাধিক বেকারের জন্য শুধু সরকারী স্তরে কর্মসংস্থান সৃষ্টি একটা কঠিন কাজ। তাই বেকারদের কর্মসংস্থানের সমস্যাটিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে নয়া সরকারকে একটা চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহন করতে হবে। রাজনীতির উর্দ্ধে উঠে আন্তরিক ও বাস্তবভিত্তিক উদ্যোগ গ্রহন করলে সবটা না হলেও বহুলাংশেই এই সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। কেননা, সবাইকে চাকুরী দেওয়া যাবে না- এই কথাটি আশা করি এরাজ্যে সবাই বুঝেন। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে অন্য উপায়ে কর্মসংস্থানের বাস্তব ভিত্তিক কোন উদ্যোগ গ্রহন করা হবেনা। গ্রাম পাহাড়ে গরীব মেহনতি মানুষের জন্য তাই মহাত্মাগান্ধী জাতীয় কর্মসংস্থান (এম জি এন রেগা)প্রকল্পে যেমন বছরে একশ দিনের কাজের ব্যবস্থা নিশ্চিৎ করতে হবে, একই রকম ভাবে শহরের গরীব মানুষের জন্যও নগর এলাকায় কর্মসংস্থান (টুয়েপ)প্রকল্পে বছরে নুন্যতম ১০০ দিনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। পাশাপাশি কর্ম কুশলতা ও শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে রাজ্যের ছেলে মেয়েরা যাতে বহিঃ রাজ্যে এবং এমনকি বহিঃ দেশে গিয়েও কিছু একটা কর্মসংস্থানের বন্দোবস্ত করতে পারে সে লক্ষ্যে তাদের প্রশিক্ষিত করে গড়ে তোলতে হবে । এলক্ষ্যে রাজ্যজুড়ে ব্যাপক ভাবে ক্যারিয়ার কাউন্সিলিং-এর ব্যাবস্থা করতে হবে ।

একই রকম ভাবে রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের স্বনির্ভর কর্ম প্রকল্পের যতগুলি স্কিম চালু রয়েছে সব গুলি স্কিম সম্পর্কে বেকারদের মধ্যে ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে এসব প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ দ্রুত চালুর উদ্যোগ গ্রহন করতে হবে। বিশেষত রাজ্য স্তরে যে স্বাবলম্বন প্রকল্পটি রয়েছে এর সফল বাস্তবায়নে আন্তরিক উদ্যোগ গ্রহন করা যেতে পারে। একই রকম ভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের মুদ্রা প্রকল্প, স্টার্টআপ ইন্ডিয়া, স্ট্যান্ডআপ ইন্ডিয়া, প্রধান মন্ত্রীর রোজগার যোজনা(পি এম ই জি পি)সহ দক্ষতা বিকাশে প্রধান মন্ত্রীর কৌশল বিকাশ যোজনা(PMKVY), রাজ্য ও জাতীয় দক্ষতা মিশনের যতগুলি স্ব-উদ্যোগ প্রকল্প রয়েছে কাল বিলম্ব না করে এসব প্রকল্পের সুযোগ বেকারদের মধ্যে পৌঁছে দিতে হবে। এসব স্ব-উদ্যোগ স্থাপনের প্রকল্প গুলি সম্পর্কে ব্যাপক প্রচার কর্মসুচী হাতে নিয়ে যত দ্রুত সম্ভব এসব প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজে হাত দিতে হবে। প্রয়োজনে প্রতিটি জেলা সদরে একটি করে বিশেষ প্লেসমেন্ট ও ক্যারিয়ার কাউন্সিলং সহায়তা কেন্দ্র চালু করতে হবে। এজন্যে রাজ্য দক্ষতা উন্নয়ন মিশনের কাজকর্মকে নতুন ভাবে ঢেলে সাজাতে হবে ।কিন্তু এক্ষেত্রে একটি সমস্যা হল রাজ্য দক্ষতা উন্নয়ন মিশন নিজেরা ঠিক করে দিচ্ছেন এ রাজ্যে কোথায় কোন ট্রেডে কত জন স্কিল্ ডেভেলেপমেনট ট্রেনিং নেবেন । এটা বন্ধ করে স্থানীয় চাহিদাকে সামনে রেখে বেকার কর্মহীনদের উপর এটা ছেড়ে দিতে হবে কে কোথায় কোন ট্রেডে স্কিল ট্রেনিং গ্রহন করবেন। কেননা, এক্ষেত্রে রাজ্য স্কিল ডাইরেক্টরেট থেকে যেসব ট্রেডে ট্রেনিং গ্রহনের কথা বলা হচ্ছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসব ট্রেডে ট্রেনিং গ্রহীতাদের এরাজ্যে চাকুরী নেই। আবার বহিঃ রাজ্যে যাওয়ার প্রশ্নে এত কম টাকা মজুরি বা বেতন ভাতাদি অফার করা হচ্ছে একারনেও অনেকেই বহিঃ রাজ্যে যেতে চাইছেন না । তার মধ্যে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর রাজ্য স্কিল ডাইরেক্টরেট-এর অফিস

থেকে বলা হচ্ছে, স্ব-উদ্যোগ নয়, চাকুরী বা প্লেসমেন্ট দেওয়া যাবে শুধু এমন সব ট্রেডেই ট্রেনিং প্রোভাইডাররা ট্রেনিং দেবেন।

উল্টো দিকে রাজ্যের নয়া মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একাধিক জায়গায় বলেছেন বেকাররা যাতে স্ব-উদ্যোগ স্থাপনের লক্ষ্যে নিজেদের দক্ষতা বৃদ্ধি করে মুদ্রা যোজনায় ঋন নিয়ে কর্ম প্রকল্প চালু করেন। এক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক ঋণ পেতে রাজ্য সরকার সব রকমের সাহায্য করবে । তাই দাবী উঠেছে, দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত ট্রেনিং-এ এমন সব ট্রেড যুক্ত করা হোক যার মাধ্যমে স্কিল ট্রেনিং শেষে চাকুরী না পেলেও মুদ্রা বা অন্য যে কোন যোজনায় ব্যাঙ্ক থেকে ঋন নিয়ে বেকাররা ভবিষ্যতে কিছু একটা করতে পারবে। কথা রয়েছে আগামী তিন বছরের মধ্যে রাজ্যের এক লক্ষ ষোল হাজার বেকার কর্মহীনদের স্কিল ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং করানো হবে। রাজ্য স্কিল ডেভেলপমেন্ট ডাইরেক্টরেট থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, এখন পর্যন্ত গত দু বছরে মাত্র হাজার পাঁচেক লোকের স্কিল ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং করানো গেছে। অর্থাৎ সাফল্য আশা ব্যাঞ্জক নয়। তাই এলক্ষ্যে রাজ্য দক্ষতা উন্নয়ন মিশনের কাজ কর্মকে নতুন ভাবে ঢেলে সাজানোর কথা উঠেছে । অন্যথায় বাম আমলের মতোই দক্ষতা উন্নয়ন মিশনের টাকা অব্যায়িত থেকে যাবে। বেকারদের প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রার দশ শতাংশও পূরণ হবেনা। আর তাতে ক্ষতি বেকার কর্মহীনদেরই হবে এবং বদনাম হবে নয়া সরকার ও প্রশাসনের।

রাজ্য স্কিল ডাইরেক্টরেট অনুমোদিত স্কিল্ল ট্রনিং-এর কোর্স সমুহ

ক্রমিক নং	কোর্সের নাম	ট্রনিং সময়	স্টাইপেন্ড	যাতায়াত খরচ	চাকুরী উত্তর ভাতা	ট্রেনির বয়স	শিক্ষাগত যোগতা
১	বাঁশের ব্যবহারে হাতের কাজ (Bamboo Utility/ Handicraft /Assembler)	২৭০ ঘন্টা	২৭০০.০০/-	১০০০.০০/-	১৫০০.০০/-	১৮+	দ্বাদশ মান
২	সৌরপ্যানেল টেকনিশিয়ান(solar panel installation technician)	৪৪০ ঘন্টা	৪৪০০.০০/-	১০০০.০০/-	১৫০০.০০/-	১৮+	দ্বাদশ মান
৩	সহযোগী ইলেকট্রিসিয়ান (Assistant Electrician)	৩৬০ ঘন্টা	৩৬০০.০০/-	১০০০.০০/-	১৫০০.০০/-	১৮+	দ্বাদশ মান
৪	বারবেন্ডাড়/স্টিলফিক্সার(Bar Bender And Steel Fixer)	৪৪০ ঘন্টা	৪৪০০.০০/-	১০০০.০০/-	১৫০০.০০/-	১৮+	দ্বাদশ মান
৫	ডাটাএন্টি আপারেটর(Domestic data entry operator)	৪৪০ ঘন্টা	৪৪০০.০০/-	১০০০.০০/-	১৫০০.০০/-	১৮+	দ্বাদশ মান
৬	কাস্টমার কেয়ার এক্সিকিউটিভ (Customer Care Executive)	২৪০ ঘন্টা	২৪০০.০০/-	১০০০.০০/-	১৫০০.০০/-	১৮+	স্নাতক
৭	সেল্ফ এমপ্লয়েড টেইলার (Self employed tailor)	৩৪০ ঘন্টা	৩৪০০.০০/-	১০০০.০০/-	১৫০০.০০/-	১৮+	দশম মান
৮	অ্যাসিস্ট্যান্ট হেয়ার স্টাইলিস্ট (Assistant hair stylist)	৩৪০ ঘন্টা	৩৪০০.০০/-	১০০০.০০/-	১৫০০.০০/-	১৮+	দশম মান
৯	প্লামবার (জেনারেল)	৩৬০ঘন্টা	৩৬০০.০০/-	১০০০.০০/	১৫০০.০০/	১৮+	দ্বাদশ

	(Plumber general)			–	–		মান
১০	রিটেইল সেলস এসোসিয়েট (Retail sales associate)	৩২০ ঘন্টা	৪৪০০.০০/–	১০০০.০০/–	১৫০০.০০/–	১৮+	দশম মান
১১	সাধারন রাজ মিস্ত্রি (Mason general)	৪৪০ ঘন্টা	৪৪০০.০০/–	১০০০.০০/–	১৫০০.০০/–	১৮+	দ্বাদশ মান
১২	জেনেরাল ডিওটি অ্যাসিস্ট্যান্ট (General duty assistant)	৪৬০ ঘন্টা	৪৬০০.০০/–	১০০০.০০/–	১৫০০.০০/–	১৮+	দ্বাদশ মান
১৩	অটোমোবাইল টেকনিসিয়ান (automobile technician 2+3 wheeler and automobile technician level 4)	৪৯০ ঘন্টা	৪৯০০.০০/–	১০০০.০০/–	১৫০০.০০/–	১৮+	অষ্টম মান
১৪	অর্গানিক গ্রোয়ার (Organic grower)	২৪০ ঘন্টা	২৪০০.০০/–	১০০০.০০/–	১৫০০.০০/–	১৮+	দশম মান
১৫	ড্রাইভার (Driver)	৪৪০ ঘন্টা	৪৪০০.০০/–	১০০০.০০/–	১৫০০.০০/–	১৮+	দশম মান
১৬	আনআর্মড সিকিউরিটি গার্ড (Unarmed security guard)	২০০ ঘন্টা	২০০০.০০/–	১০০০.০০/–	১৫০০.০০/–	১৮+	দ্বাদশ মান
১৭	ফ্রন্ট অফিস এসোসিয়েট (Front office associate)	৩২০ ঘন্টা	৩২০০.০০/–	১০০০.০০/–	১৫০০.০০/–	১৮+	দশম মান

(সুএঃ রাজ্য দক্ষতা বিকাশ অধিকর্তার ওয়েবসাইট)

এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট করে বলা দরকার যে, টাটা, বিড়লা, আম্বানী, আদানীরা এরাজ্যে এসে হাজার হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করে বড় বড় শিল্প স্থাপন করবেন, আর এধরনের দুই দশটি প্রকল্প হয়ে গেলেই এরাজ্যের ব্যাপক অংশের বেকারদের চাকুরী হয়ে যাবে, এধরনের মানসিকতা থেকে বেড়িয়ে এসে স্থানীয় সম্পদের উপর ভিত্তি করে ছোট ছোট শিল্প কারখানা গড়ে তোলেই আপাতত কর্মসংস্থান সমস্যার আশু সমাধান করতে হবে। ধীরে ধীরে বড় শিল্প কারখানা হলে ভাল। কিন্তু বড় শিল্প স্থাপনের উদ্যোগের পেছনে দৌড়ঝাপ করে সময় নষ্ট না করে স্থানীয় কুটির শিল্প, বাঁশ, বেত, রাবার, তথ্য-প্রযুক্তি, ছোট খাটো ব্যবসা-বানিজ্য, কৃষি, উদ্যান, মৎস্য, পশুপালন, ফুল, ফল চাষ ইত্যাদি উদ্যোগ স্থাপনে বেকারদের যতটা সম্ভব উৎসাহ দিয়ে যেতে হবে। আর দক্ষতা বা স্কিল ডেভেলপমেন্টের যাবতীয় ট্রেনিং বা প্রশিক্ষন কর্মসূচীকে তৈরি করতে হবে এসব ট্রেডকে সামনে রেখে । যাতে প্রশিক্ষান্তে বহিঃ রাজ্যে যাওয়ার পাশাপাশি স্ব-উদ্যোগ বা স্থানীয় ভাবে কর্ম সংস্থানের সুযোগ বেশি তৈরি হয়। আর তা করতে হবে নির্বাচনের আগে প্রদত্ত 'সবকা সাথ,সবকা বিকাশ'-এর শ্লোগানকে মান্যতা দিয়ে। আগে বিজেপি-আইপিএফটি-র খাতায় নাম লেখাও, না হলে তুমি কিছুই পাবেনা- এই নীতি যেন প্রাধান্য না পায়।

(লেখক শ্রী জয়ন্ত দেবনাথ একজন সিনিয়র জার্নালিস্ট ও ত্রিপুরাইনফো ডট কম -এর পরিচালন প্রধান)